

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION**BENGALI****CODE:19****Unit-7**

Sub Unit-1	রামমোহন রায়: সহমরন বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (প্রথম প্রস্তাব)
Sub Unit-2	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: <ul style="list-style-type: none"> ▪ মনুষ্যফল ▪ বড়বাজার ▪ বিদ্যাপতি ও জয়দেব ▪ শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা ▪ বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা
Sub Unit-3	স্বামী বিবেকানন্দ-প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য
Sub Unit-4	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী <ul style="list-style-type: none"> ▪ বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি ▪ নূতন কথা গড়া ▪ বাঙ্গাল ভাষা
Sub Unit-5	রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী <ul style="list-style-type: none"> ▪ সৌন্দর্যতত্ত্ব ▪ সুখ না দুঃখ ▪ অতিপ্রাকৃত-১ম প্রস্তাব ▪ নিয়মের রাজত্ব
Sub Unit-6	প্রমথ চৌধুরী- <ul style="list-style-type: none"> ▪ ভারতচন্দ্র ▪ বইপড়া ▪ মলাট সমালোচনা ▪ সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা ▪ কাব্যে অন্তীলতা-আলংকারিক মত
Sub Unit-7	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর <ul style="list-style-type: none"> ▪ শিল্পে অনধিকার ▪ শিল্পে-অধিকার ▪ দৃষ্টি ও সৃষ্টি ▪ সৌন্দর্যের সন্ধান
Sub Unit-8	অন্নদাশঙ্কর রায়- জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ভারত সংস্কৃতির স্বরূপ পারিবারিক নারী সমস্যা

Sub Unit-9	<p>বুদ্ধদেব বসু-</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক ▪ রামায়ণ ▪ উত্তরতিরিশ ▪ জীবনানন্দ দাশ এর স্মরণে ▪ পুরানা পল্টন
Sub Unit-10	<p>আবু সয়ীদ আইয়ব</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ অমঙ্গলবোধ ও আধুনিক কবিতা সুন্দর ও বাস্তব ▪ ভূমিকা-আধুনিক বাংলা কবিতা
Sub Unit-11 আজীবনী	রাসসুন্দরী দাসী: আমার জীবন
Sub Unit-12	<p>সাময়িক পত্র:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ তত্ত্ববোধিনী ▪ বঙ্গদর্শন ▪ প্রবাসী ▪ সবুজপত্র ▪ কল্লোল



teachinns

Text with Technology

Sub Unit-1

সহমরন বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (প্রথম প্রস্তাব)- রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায়(১৭৭৪- ১৮৩৩)

রামমোহন রায় ১৭৭৪ খ্রী: ছগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামকান্ত রায়। মাতা তারিনী দেবী, রামমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের জন্য গদ্য রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮১৫-১৮৩০ খ্রী: মধ্যে ছোট বড় মিলিয়ে ত্রিশখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই বাংলা ভাষার বেদান্তের প্রথম ভাষ্যকার। বৈদিকধর্মের তন্যাত্ম বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থগুলি হল ‘বেদান্তগ্রন্থ(১৮১৫)’, ‘বেদান্তসার(১৮১৫)’ রচনা করেন। কেন,ঈশ,কট,মন্ডুক্য ও মন্ডুক উপনিষদের অনুবাদ করেছেন। ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনার জন্য তিনি ‘আত্মীয় সভা(১৮১৫)’, স্থাপন করেছিলেন। ‘ব্রাহ্মন সেবধি(১৮২১)’ ‘সম্বাদ কৌমুদী’(১৮২১) প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদন করে প্রকাশ করেছিলেন। সহমরন বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

‘সহমরন বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’- প্রবন্ধটি রামমোহন রায়ের সহমরনের বিরুদ্ধে বাংলা ভাষায় প্রথম পুস্তক। পতির মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীর সহমরনকে কেন্দ্র করে রামমোহনের এই প্রবন্ধটি রচিত। রামমোহন নিজে উদ্যোগ নিয়ে সহমরন প্রথা তৎকালীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লর্ড ওয়েলেসলি এই নিচ পৈশাচিক প্রথাকে নিয়ন্ত্রণ করার চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে তাকে আইনি রূপ দিতে পারেননি। রামমোহন তাঁর সহমরন বিষয় দুটি প্রবন্ধে তথ্য ও তত্ত্বের যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে স্বামী মারা গেলে সদ্য বিধবাকে স্বামীর চিতায় সহমরনে যেতে হবে শাস্ত্রে এমন কোনো প্রমাণ নেই। এই প্রবন্ধের বক্তব্য অনুপানিত হয়ে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ১৮২৯ খ্রী: ৪ টা ডিসেম্বর সতীদাহ প্রতাকে আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুরা সতীদাহ প্রথা লোপ পেলে হিন্দুধর্ম লোপ পাবে বলে অপপ্রচার চালায়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন রায় প্রবর্তক ও নিবর্তক সংলাপের মিশ্রনে উপরিউক্ত গ্রন্থটি রচনা করে সহমরন যে অশাস্ত্রীয়, অমানবিক, নিপীড়ন, নারী সমাজের প্রতি বর্বরোচিত অত্যাচার তা প্রতিষ্ঠা করেন।

তথ্য

- ১। সহমরন বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ এর ইংরেজি অনুবাদ-"Transtalion of a conference between an advocate and an opponent of the pratice of learning windows alike"
- ২। ইংরেজি অনুদিত বইটি কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত (৩০শে নভেম্বর ১৮১৮) এবং পরে ইংল্যান্ড থেকে তাঁর রচনাবলীর অংশ হিসাবে প্রকাশিত হয় ১৮৩২ এ।
- ৩। প্রবন্ধটি প্রশ্নোত্তর ধর্মী। প্রবর্তক প্রশ্নকর্তা আর উত্তরদাতা নিবর্তক।
- ৪। প্রবর্তক সর্বমোট ১৩ টি প্রশ্ন করেছেন। নিবর্তক ১৩ টি প্রশ্নের ব্যাখ্যা ধর্মী উত্তর দিয়েছেন।
- ৫। প্রথম শ্লোক- ‘ওঁ তৎ সৎ’।
- ৬। সহমরন ও অনুমরন সম্পর্কে শাস্ত্রের নিষিদ্ধ বিষয়ে অঙ্গিরা মুনির কথা প্রবর্তক প্রথম উল্লেখ করেছেন।
- ৭। বিধবা ধর্মের সপক্ষে নিবর্তক মুনির যুক্তি তুলে ধরেছেন।
- ৮। বশিষ্ঠ এবং তাঁর পত্নী অরুন্ধতীর উল্লেখ আছে।
- ৯। অরুন্ধতীর স্বামীর মৃত্যুর পর জলন্ত চিতাতে আরোহন করে স্বর্গে যায়।
- ১০। ব্যাস-এর লেখা কপোত-কপোতির ইতিহাসের কথা উল্লেখ আছে।
- ১১। মনু বিধবাকে ব্রহ্মচর্যের বিধি দিয়েছেন অপরপক্ষে বিষ্ণু প্রভৃতি ঋষিরা ব্রহ্মচর্য ও সহমরন উভয়ের বিধান দিয়েছেন।
- ১২। স্বামী, স্ত্রী স্নান আচমন পূর্বক পতির পাদুকা দুটিকে বক্ষস্থলে গ্রহণ করে অগ্নিতে প্রবেশ করার কথা আছে ব্রহ্মপুরাণে।
- ১৩। ঋকবেদের উল্লেখ আছে।
- ১৪। বেদের শাসন অনুযায়ী ইতর বর্ণের কোনো স্ত্রী তাদের অনুমরনকে তপস্যা করেন।

- ১৫। বেদের শাসন অনুযায়ী মৃত পতির অনুমরন ব্রাহ্মণী করবেন।
- ১৬। মনু সৎহিতার কথা বলেছেন নিবর্তক
- ১৭। মনহরি সংকীর্তন করতে বিধি দেননি।
- ১৮। ব্যাস হরি সংকীর্তন করতে বলেছেন।
- ১৯। নিবর্তক দয়া প্রসঙ্গে শাক্ত পূজা ও বৈষ্ণবদেবের উল্লেখ করেছেন।
- ২০। প্রবন্ধে, ‘কটোপনিষৎ’ ও ‘মুন্ডকোপনিষৎ’ এর উল্লেখ আছে।
- ২১। কটোপনিষৎ অনুজায়ী-শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান সে পৃথক হয়।
- ২২। প্রেয় এবং শ্রেয় এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুষ্ঠান করে তার কল্যান হয়।
- ২৩। যে কামনা সাধন কর্মের অনুষ্ঠান করে সে পরম পুরুষার্থ থেকে পরিভ্রষ্ট হয়।
- মুন্ডকোপনিষৎ অনুসারে-
- ২৪। অষ্টাদশাঙ্গের যে যজ্ঞরূপ কর্ম তাতে সকলেই বিনাশ হয় এবং তাই শ্রেয় মনে করা হয়।
- ২৫। যারা অজ্ঞান রূপ কর্ম কাণ্ডতে মগ্ন হয়ে অভিমান করে নিজেদের জ্ঞানী এবং পণ্ডিত মনে করে তারা জন্ম থেকে জন্মরন দুঃখে বারবার ভ্রমন করেন।
- ২৬। মুচ ব্যক্তির বেদ শ্রবন করে তাকেই ঈশ্বর মনে করে।
- ২৭। গীতায় বলা হয়েছে বিদ্যা থেকে অধ্যাত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ।
- ২৮। নিবৃত্ত কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা শরীরের কারন পঞ্চভূত মুক্ত হয়।
- ২৯। নিবর্তক বেদ, মনু ও ভাগবত গীতা সম্মত উক্তি দেন।
- ৩০। মানুষের প্রবৃত্তি কাম, ক্রোধ ও লোভেতে আচ্ছন্ন।
- ৩১। জ্ঞান ও কর্ম মিলিত হয়ে মনষ্য প্রাপ্ত হয়।
- ৩২। ঈশ্বরের ভয় ও ধর্ম ভয় ও শাস্ত্র ভয় এ সকলকে ত্যাগ করে স্ত্রী হত্যা রোধ করার কথা বলা হয়েছে।

মন্তব্য:

- ক) ‘রামমোহন বাংলা গদ্য ভাষারও অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিপোষক ছিলেন। তাঁহার পূর্বে বাংলা গদ্যের কেবল সূচনা হইয়াছিল মাত্র; কিন্তু তাহা কোন স্তিতিশীল আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা অর্জন করে নাই’। (অধীর দে: আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা)
- খ) ‘রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রানিটস্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন পশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়া ছিলেন।’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য)
- গ) ‘একই সঙ্গে সনাতন ও সমকালীন, ঐতিহ্যবাদী ও প্রগতিবাদী, ধর্ম ও কর্ম, প্রাচ্যের সাদ্রিক ধ্যানমূর্তি এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞানকর্ম চঞ্চল রাজসিকতা-রামমোহন যেন এই সমন্বয়ের প্রতীক’। (তারিৎ কুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত)

Sub Unit-2

মনুষ্যফল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২৪৫ সালেই ১৩ই আগষ্ট কাঁটলপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা দুর্গাদেবী। বাল্যকাল থেকে তিনি বিদ্যোৎসাহী এবং সুশিক্ষিত ব্যাক্তিবর্গের সাহচর্যে বড় হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর প্রথম উপন্যাস ইংরেজি ভাষায় লেখেন/ তার নাম- "Rajmohan's Wife"। ছোটবড় মিলিয়ে মোট চোদ্দটি উপন্যাস লিখেছেন। বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস হল 'দুর্গেশ নন্দিনী' (১৮৬৫)। ঈশ্বরগুপ্তের প্রেরণায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা শুরু। সমাজ ইতিহাস-বিজ্ঞান-ধর্ম-দর্শন ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ রচনাতে তিনি মননশীলতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ গুলি হল-

'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৭৫), 'কমলা কান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (প্রথমভাগ, ১৮৮৭), 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮), 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা' (১৯০২) ইত্যাদি।

মনুষ্য জীবন অনেকটা ফলের মতো বহু জন্মের পর মনুষ্য জীবন লাভ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র নারিকেলের ডাল ও শস্য অবস্থাতেই স্ত্রী লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির কথা বলেছেন। নারিকেলের চারটি সামগ্রীর সঙ্গে স্ত্রী লোকের চারটি গুণের তুলনা করেছেন। নারিকেলের কচি অবস্থা হল ডাব। এর ডাবের জলই উপাদেয় নারিকেল খুনো হলো তার জল বনাল হয়ে যায়। এই জলের সঙ্গে স্ত্রী লোকের স্নেহের তুলনা করা হয়েছে। ডাব অবস্থায় নারিকেলের শস্য কোমল ও সুমিষ্ট। নারিকেলের শস্যের সঙ্গে স্ত্রী লোকের বুদ্ধির তুলনা করা হয়েছে। নববধূর বুদ্ধিও তেমনি সদর্থক। নারিকেলের খুনো হলে তার শাঁস শক্ত হয়ে যায়। সেইরকম বধূ গৃহিনী হলে তার বুদ্ধিও ধারালো হয়ে ওঠে। নারিকেলের মালার ন্যায় স্ত্রী লোকের বিদ্যাও দ্বিখন্ডিত। তার প্রমান হিসেবে কমলাকান্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছেন জেনব্রা অস্টেন বা জর্জ এলিয়টের উপন্যাস কিংবা মেরি সমরবিলের বিজ্ঞান বিষয়ক কোন গ্রন্থ। নারিকেলের ছোবড়া ও স্ত্রী লোকের রূপ। দুটি অসার। কমলাকান্ত তাই দুটি ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। কমলাকান্ত অকৃতদার। নারীবিদ্বেষী নন, কিছুটা ভয়ে, কিছুটা অসামর্থ্যে তার বিবাহ করা হয়ে ওঠেনি। তাই তিনি মানবী-নারিকেল ফলটিকে বিশেষরূপে উৎসর্গ করে 'কমফার্ম ব্যাচেলার' জীবন যাপন করেন।

তথ্য

Text with Technology

- ১। 'মনুষ্যফল' প্রবন্ধটি 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ।
- ২। বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রবন্ধ গ্রন্থটি রামদাস সেন মহাশয়কে উৎসর্গ করেন।
- ৩। 'মনুষ্যফল' প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় আশ্বিন ১২৮০ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
- ৪। প্রাবন্ধিকের মতে, পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের মানুষ পৃথক জাতীয় ফল।
- ৫। প্রাবন্ধিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে যে যে ফলের সাথে তুলনা করেছেন-বরমানুষ-কাঁটাল, সিভিল সার্ভিসের সাহেব-আম্রফল।
- স্ত্রীলোক (লৌকিক কথায়)-কলাগাছ
- স্ত্রীলোক (প্রাবন্ধিকের নিজস্ব মত)-নারকেল
- দেশহিতৈষী-শিমুল ফুল
- দেশের লেখকেরা-তৈঁতুল
- ৬। 'মনুষ্য ফল' প্রবন্ধের শুরুতে আফিম মাদক দ্রব্যের উল্লেখ আছে।
- ৭। শৃঙ্গালের পদাধিকার ও ভিন্নরূপ-দেওয়ান কারকুন, নায়ব, গোমস্তা, মোসাহেব।
- ৮। মাছি কাঁঠালের প্রত্যাশা করে না, রসের আশা করে।
- ৯। প্রাবন্ধিকের মতে নারীরা এ সংসারের নারকেল।
- ১০। নারকেলের চারটি সামগ্রী-জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া।
- ১১। প্রবন্ধে পদী পিসীর রান্নার কথা বলেছেন। পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা কিন্তু রাঁধবার বেলা কলাইয়ের ডাল, তৈঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছু রাঁধতে জানেন না। ফয়ুজ জাঁতিতে নেড়েও, কিন্তু রাঁধে অমৃত।

গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

- ১। ‘পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক জাতীয় ফল’।
- ২। ‘এক্ষণকার বড় মানুষদিগকে মনুষ্যজাতি মধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়’।
- ৩। ‘মাঝিরা কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন’।
- ৪। ‘এ দেশে আম ছিল না, সাগরপার হইতে এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিয়াছেন।
- ৫। ‘রমনীমন্ডলী এ সংসারের নারিকেল’।
- ৬। ‘সংসারশিক্ষাশূন্য কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহন করিও না-তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে’।
- ৭। ‘নারিকেলের চারটি সামগ্রী-জল, শস্য, মালা এবং ছোবড়া’।
- ৮। ‘নারিকেলের শস্য, স্ত্রী লোকের বুদ্ধি।
- ৯। ‘মালা-এটি স্ত্রী লোকের বিদ্যাস-যখন আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না’।
- ১০। ‘ছোবড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপ ও স্ত্রী লোকের বাহ্যিক অংশ’।
- ১১। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে’।
- ১২। ‘বঙ্গীয় লেখকরা আপনাপন প্রবন্ধ মধ্যে অধ্যাপক দিগের নিকট দুই চারিটা বচন লইয়া গাথিয়া দেন’।
- ১৩। ‘সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অকস্মণ্য, কদর্য, টক-’

বড়বাজার/ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখকের রূপকে কমলাকান্ত চক্রবর্তী নাম ধারণ করে বেরিয়েছেন বাজারে। কমলাকান্তের মনে হয়েছে বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার। সেখানে সকলেই দোকান সাজিয়ে বসে আছে। সকলের উদ্দেশ্যে মূল্য প্রাপ্তি। নসীরামবাবুর গৃহে প্রসন্ন গোয়ালিনীর তৈরী দুগ্ধজাত ক্ষীর, সর, দই, ননী খেয়ে কমলাকান্তের দিনগুলি ভালো কাটছিল। গোল বাঁধে দুধের দাম চাওয়ায়। দাম দিতে না পারায় প্রথমে গালি, পরে যোগার বন্দ হয়ে যায়। তখন কমলাকান্তের মনে দার্শনিক প্রত্যয়ের জন্ম হয়। আফিমের নেশার দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন কলুপটিতে উমেদার, মোসারেরর সকলে কলু সেজে কাজ হাসিল করার জন্য তেল দিচ্ছে। আফিমের নেশা কেটে যেতে বড়বাজারের পরিচয় আর বিস্তৃতি লাভ করেনি। তখন প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে বিচ্ছেদের কারন দূর হয়েছে।

Text with Technology

তথ্য

- ১। ‘বড়বাজার’ প্রবন্ধটি ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ গ্রন্থের দশম প্রবন্ধ।
- ২। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায়, আশ্বিন, ১২৮১ সংখ্যায় ‘বড়বাজার’ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়।
- ৩। কমলাকান্ত নসীরাম বাবুর গৃহে গিয়ে ক্ষীর, দুধ, দই ও নবনীত খেয়েছেন।
- ৪। প্রসন্ন মূল্য চাইলে প্রাবন্ধিক যা করেছেন-
- ১ম দিনে-রসিকতা করে উড়িয়ে দিলেন
- ২য় দিনে-বিস্মিত দিলেন
- ৩য় দিনে-গালি দিলেন
- ৫। কমলাকান্তের মতে, মূল্য দিয়ে কিনতে হয় কলেজের বিদ্যা, অনেক ভালো কথা, হিন্দুদের ধর্ম, যশ:, মান।
- ৬। প্রাবন্ধিক বৃথা গল্প, আকাশ কুসুম, ছায়াবাজি বলেছেন ভক্তি, প্রতি, স্নেহ প্রনয়কে।
- ৭। পৃথিবীর রূপসঙ্গ গনকে মাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
- ৮। এই প্রসঙ্গে রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, চুনো, পুঁটি, কই প্রভৃতি মাছের উল্লেখ আছে।
- ৯। এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের দোকান ঘরের উপর বড় বড় পিতলের অক্ষরের দোকানের নাম লেখা ছিল- Misser Brown Jones And Robinson

১০। এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের দোকানটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৫৭ সালে। এই সালটি ইংরেজিতে লেখা ছিল।

১১। বাভালা সাহিত্য হল অপস্ক কদলী।

১২। সাহিত্যের বাজারে সংস্কৃত সাহিত্য বিক্রি করেছিলেন বাল্মীকি প্রভৃতি ধনষিগন

১৩। সাহিত্যের বাজারে পাশ্চাত্য সাহিত্য ছিল নিচু, পীচ, পেয়ারা, আনারস, আঙ্গুর, প্রভৃতি সুস্বাদু ফল।

১৪। কথক যে খাঁটি দোকান দেখেছিলেন তার ফলকে লেখা ছিল:

বিক্রেতা-যশের পন্যাশালা

বিক্রয়-অনন্ত যশ

মূল্য-জীবন

জীয়ন্তে কেই এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আর কোথাও সুযশ বিক্রয় হয় না।

গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

১। ‘সংসারারন্যে যাহারা পুন্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সুচুতুরা’।

২। ‘মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর’।

৩। ‘ভক্তি প্রীতি স্নেহ প্রায়াদি সকলই বৃথা গল্প’।

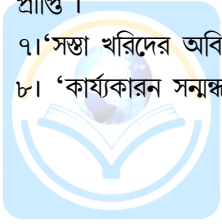
৪। ‘গোরু কাহারাও নহে; গোরু গুরুর নিজের, দুধ যে খায় তাহারা’।

৫। ‘হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম কিনিয়া যা কেন?’।

৬। ‘এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার-সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান, সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্য প্রাপ্তি’।

৭। ‘সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্য জীবন বলে’।

৮। ‘কার্য্যকারন সন্মুক্ত বড় গুরুতর কথা; টাকা দাও, এখনই একটা কার্য্য হইবে কম দিলেই অকার্য্য’।



Text with Technology

বিদ্যাপতি ও জয়দেব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নেই। বরং অন্যান্য ভাষার থেকে বাঙ্গালায় গীতিকবিতা অনেক বেশি। জয়দেব ছিলেন এই গীতিকাব্যের প্রণেতা। বঙ্কিমচন্দ্র ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’ এই প্রবন্ধটিতে গীতিকবিদের দুটি দলে ভাগ করে নিয়েছেন-

১) বহিঃপ্রকৃতির কবি, ২) অন্তঃপ্রকৃতির কবিতা।

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতিকি অন্তঃপ্রকৃতির প্রধান কবি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি’ প্রবন্ধে বিদ্যাপতিকি বহিঃপ্রকৃতির কবি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন অন্তঃপ্রকৃতির যথার্থ কবি চন্ডীদাস। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে বিদ্যাপতি ও জয়দেব উভয়েই বহিঃপ্রকৃতির কবি। চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতির জাত সম্পূর্ণ পৃথক। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত তাই স্বীকার করতে পারেননি।

বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেছেন ‘জয়দেব সুখ বিদ্যাপতি দুঃখ’ রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ‘বিদ্যাপতি সুখের কবি চন্ডীদাস দুঃখের কবি’। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতিকি রবীন্দ্রনাথের মতো সুখের কবি বলতে পারেননি তবে পরিবর্তিত পাটে বিদ্যাপতির দুঃখবার অনেকখানি লাঘব করেছেন।

তথ্য

- ১। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’ প্রবন্ধটি ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় পৌষ, ১২৮০ বঙ্গাব্দে ‘মানববিকাশ’ শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়।
- ২। আলোচ্য প্রবন্ধটি ১৮৭৬ খ্রী: ‘বিবিধ সমালোচনা’ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তিকালে নামে দেন ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’। পরবর্তীকালে ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ ও প্রথম ভাগ (১৮৮৭) গ্রন্থে ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’ প্রবন্ধটি পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হয়।
- ৩। ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন-দৃশ্যকাব্য, আখ্যান কাব্য, খন্ডকাব্য।
- ৪। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে প্রাবন্ধিক ‘গীতিকাব্য’ বলেছেন।
- ৫। রামপ্রসাদ সেন একজন প্রসিদ্ধ-গীতিকবি।
- ৬। যেসব কবিওয়ালাদের নামের উল্লেখ আছে তাঁরা হলেন-রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাস।
- ৭। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মক্ষমূল্য বা ম্যাক্সমুল্যের গ্রন্থ বহুমূল্য।
- ৮। বিদ্যাপতির গীতের বিষয় রাখাক্ষেপের প্রণয়।
- ৯। জয়দেবের গীতের বিষয় রাখাক্ষেপের বিলাস।
- ১০। প্রাবন্ধিকের মতে, এখনকার কবিরা জ্ঞানী-বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ।
- ১১। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরন জয়দেব।
- ১২। আধ্যাত্মিকতার উদাহরন Wordsworth.

গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

- ১। ‘বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যে দুঃখই থাকুক উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই’।
- ২। ‘সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল’।
- ৩। ‘সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র’।
- ৪। ‘ধর্মই তৃষ্ণা, ধর্মই আলোচনা, ধর্মই সাহিত্যের বিষ। এই ধর্ম মোহের ফল পুরান’।
- ৫। ‘যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্ণে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চন্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশি খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না’।
- ৬। ‘জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ বিদ্যাপতির গীত, রাধাকৃষ্ণের প্রণয় পূর্ণ জয়দেব ভোগ, বিদ্যাপতি আকঙ্খা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা’।
- ৭। ‘বিদ্যাপতির প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতায় বিষ বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে’।
- ৮। ‘জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব শক্তির হ্রাস হয় বলিয়া প্রবাদ আছে’।
- ৯। ‘জয়দেবের কবিতা উৎফুল্ল কমল জাল শোভিত, বিহঙ্গ মাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর। বিদ্যাপতির কবিতা দুরগামিনী বেগবতী তরঙ্গ সঙ্কলন নদী’।
- ১০। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা।



teachinns
Text with Technology

শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাচ্যকবি কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ নাটকের শকুন্তলা চরিত্রের সঙ্গে প্রতীচ্যের কবি, ও নাট্যকার শেক্সপীয়রের ‘দ্য টেম্পেস্ট’ ও ‘ওথেলো’ নাটকদ্বয়ের দুই নায়িকা যথাক্রমে মিরন্দা ও দেসদিমোনার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। শকুন্তলা ও মিরন্দা উভয়েই লোকালয় থেকে দূরে শকুন্তলা অরন্য এবং মিরন্দা নির্জন দ্বীপে প্রকৃতির কোলে লালিত। উভয়েই "Love at first sight" এর সূত্রে, প্রথম দর্শনেই প্রণয়বদ্ধ। এই উভয়বিধ ঘটনাগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যে উভয়েই সমুজ্জ্বল। শকুন্তলা আপন ব্যক্তিত্বে ও আত্মমর্যাদাবোধে এতটাই উদ্দীপ্ত যে, দুঃস্বপ্নের পত্নীত্যাগের সিদ্ধান্তে কষ্ট ও কটুবাক্যে স্বামীকে ভৎসনা করতে দ্বিধা বোধ করেননি। দেসদিমোনা স্বামীর সন্দেহের যুপকাটে আত্মোৎসর্গ করেছেন। এই তিনটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তথ্য

- ১। ‘শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা’ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বৈশাখ, ১২৮২ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে আলোচ্য প্রবন্ধটি ১৮৭৬ খ্রী: ‘বিবিধ সমালোচনা’ নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।
- ২। শকুন্তলা চরিত্রটি কালিদাসের তেনভিজ্ঞান শকুন্তলম্ দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত।
- ৩। শকুন্তলা ‘মিরন্দা এবং দেসদিমোনা’ প্রবন্ধটাই দুটি অংশে পৃথক করে বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থাপিত করেছেন। প্রথম অংশ-শকুন্তলা ও মিরন্দাদ্বিতীয় অংশ-শকুন্তলা ও দেসদিমোনা
- ৪। মিরন্দা শেক্সপীয়রের কমেডি নাটক ‘দি টেম্পেস্ট’ এর চরিত্র।
- ৫। দেসদিমোনা শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি নাটক ‘ওথেলো’ র চরিত্র।
- ৬। শকুন্তলার পিতা-বিশ্বামিত্র।
- ৭। মিরন্দার পিতা-প্রম্পেরো।
- ৮। শকুন্তলা ও মিরন্দা উভয়েই ঋষিকন্যা এবং ঋষি পালিতা।
- ৯। সমাজপ্রসত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তা সবই আছে, মিরন্দার তা কিছুই নেই।
- ১০। শকুন্তলা ও দেসদিমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয় এবং অতুলনীয়। (উভয়েই বীরপুরুষ দেখে আত্মসমর্পণ করেছেন। খ) উভয়েই পরম স্নেহশালিনী। (উভয়েই স্বামী কর্তৃক বিসর্জিত হয়েছেন। ঘ) উভয়েই সতী। ১
- ১১। শকুন্তলা সরলা হলেও অশিক্ষিত নন। তাঁর শিক্ষার চিহ্ন তাঁর লজ্জা।
- ১২। মিরন্দা এত সরল যে, তার লজ্জা নেই।
- ১৩। শেক্সপীয়রের নাটক সাগরতুল্য, কালিদাসের নাটক নন্দনকানন।
- ১৪। প্রবন্ধের শেষে বঙ্কিম বলেছেন-‘শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা, অর্ধেক দেসদিমোনা, পরিনীতা শকুন্তলা দেসদিমোনার অনুরূপিনী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিনী’।

গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

- ১। ‘শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা’।
- ২। ‘মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই’।
- ৩। ‘মিরন্দা এরিয়ল রক্ষিতা, শকুন্তলা অপ্সরোরক্ষিতা’।
- ৪। ‘কবিদিগের আশ্চর্য কৌশল দেখ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা চরিত্র প্রনয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। অথচ একজন দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যে রূপ হইত, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে’।
- ৫। ‘শকুন্তলা সমাজ প্রদত্ত, সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রনয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কবল লক্ষ্মণি ব্যক্ত হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রনয় লক্ষ্মণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে’।
- ৬। ‘মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে-মিরন্দা বনের পাখি- প্রভাতারুনোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না, বৃষ্টির ফুল-সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটাইয়া ফুটিয়া উঠিতে লজ্জা করে না’।
- ৭। ‘দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্যহৃদয়ে সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে’।
- ৮। ‘মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা-চরিত্রের এক ভাগ বুঝা যায়’।
- ৯। ‘যদি স্বামীর প্রতি অবিচল ভক্তি-প্রহারে অত্যাচারে, বিসর্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সত্য হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেসদিমোনা গরিয়সী’।
- ১০। ‘পরিনীতা শকুন্তলা দেসদিমোনার অনুরূপিনী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিনী’।



teachinns
Text with Technology